19

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 13 SEP. 1998 ...
পৃঃ ৮ কলাম ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

জিয়াদুর রহমান ❑

শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী অথচ শিক্ষাসুযোগ থেকে বঞ্চিত জনসাধারণকে দক্ষ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য বাউবি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করে চলেছে। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠার পর বাউবি '৯৩ সালে দেশব্যাপী এক শিক্ষার চাহিদা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা ছিল এই উপমহাদেশে এ ধরনের প্রথম জরিপ। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, দেশের জনসাধারণ ৭৫টি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাউবি ইতিমধ্যে ১১টি আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম চালু করেছে। এ সমস্ত প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এসব প্রোগ্রামে এক লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এই সংখ্যা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী সংখ্যার চেয়েও বেশি। অদূর ভবিষ্যতে বাউবি ১৮টি আনুষ্ঠানিক ও ১৯টি অনানুষ্ঠানিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে, এমএড, এমবিএ, বিএসসি নার্সিং, লাইভস্টক, এগ্রিকালচার, বিএ/বিএসএসসহ প্রভৃতি।

অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম : বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি, বহুমুখী ও বাস্তবভিত্তিক দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা। বাউবির অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয়–দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য ও বাস্তবভিত্তিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এমন সব বিষয় নিয়ে নির্মিত। অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে রয়েছে— কৃষিশিক্ষা, হাঁস-মুরগি, পশু ও মৎস্য পালন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক শিক্ষা, সাধারণ হিসাব ও ব্যাংকসেবা, কর্মক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও তাকে উৎসাহ প্রদান, সামাজিক সমস্যা ও সমাধানের বিষয় এমনকি প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানবিষয়ক আলোচনা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। আর এসব বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে গিয়ে বাউবি লক্ষ্য রেখেছে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের দিকে। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়েছে সহজ–সরল ভাষায়, হাতে-কলমে দেখানো হয়েছে বিভিন্ন বিষয়, রয়েছে বিষয়ভিত্তিক সচিত্র প্রতিবেদন। বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সম্ভাব্য সমাধান ও প্রতিকারের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রচারপূর্বে একাধিকবার মূল্যায়ন (প্রিভিউ) করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। সর্বোপরি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সুসংহতভাবে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামগঞ্জের অসংখ্য বেকার যুবক-যুবতী বিভিন্ন উন্নয়নমুখী ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে এগিয়ে আসবে।